বিচিত্র সাধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

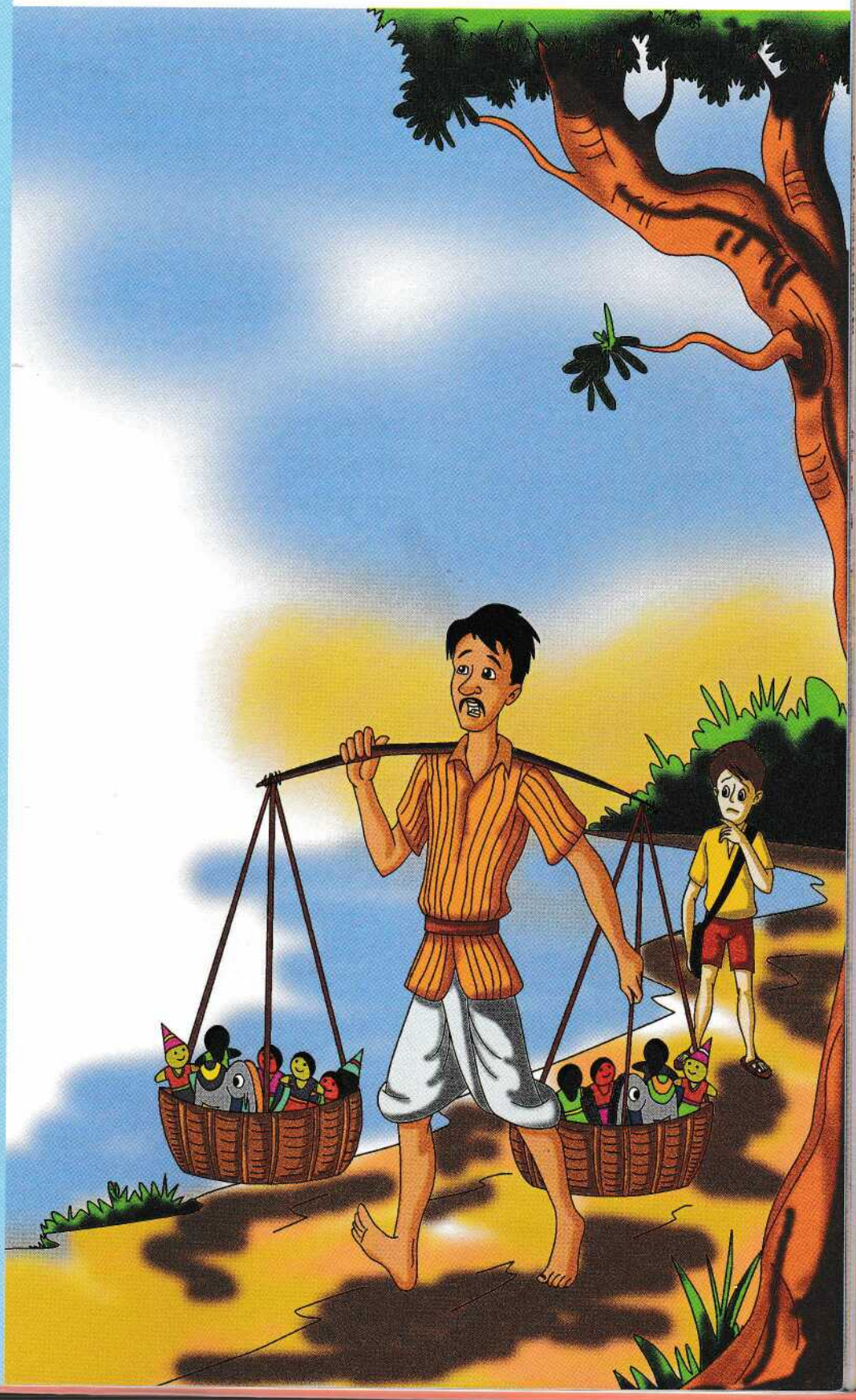

কবিতায় যা আছে

...সাধ হল আমাদের মনের ইচ্ছা। সে ইচ্ছে ...মেলে যখন তখন যেখানে খুশি যেতে ...কেউ বাধা দিতে পারে না। কবিরও ...জেগেছে মনে। তিনিও অনেক কিছু ...যদিও তিনি পাঠশালা-পড়ুয়া। বয়েস ...তাতে কী আসে যায়। তিনি ফেরিওয়ালা ...করতে চান। আবার পাহারাওয়ালা ...পাহারা দিতেও তিনি রাজি। এমনই সব ...সাধ কবির মন থেকে ডানা মেলে ...সে পড়েছে কবিতায়।

কবি প্রসঙ্গে

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- ৭মে, ১৮৬১
- কলকাতার জোড়াসাঁকো।
- মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- সারদাদেবী।
- বিশ্বকবি, গুরুদেব বা কবিগুরু।
- 'গীতাঞ্জলি' বইয়ের জন্য 'নোবেল' পুরস্কার।
- শিশু, শিশু ভোলানাথ, সোনার তরী, বলাকা, চিত্রবিচিত্র, মানসী, কল্পনা, মহুয়া, পুরবী, জন্মদিনে প্রভৃতি।
- ৭ আগস্ট, ১৯৪১

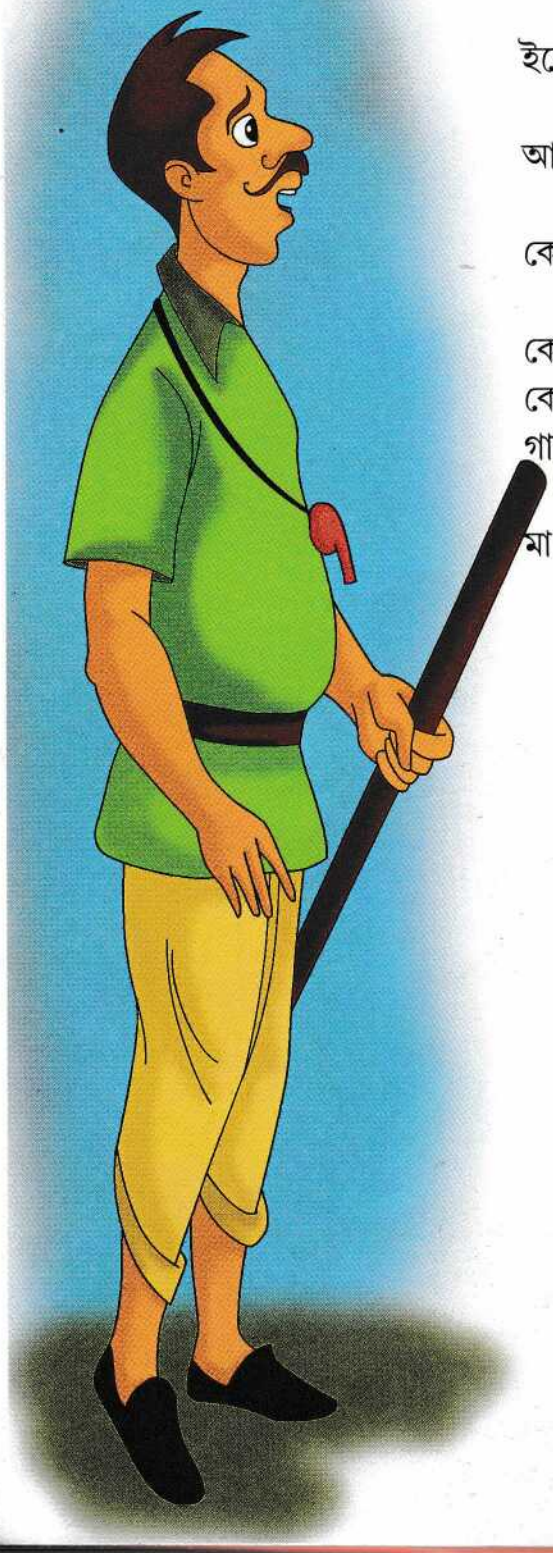

আমি যখন পাঠশালাতে যাই
আমাদের এই বাড়ির গলি দিয়ে,
দশটা বেলায় রোজ দেখতে পাই
ফেরিওয়ালা যাচ্ছে ফেরি নিয়ে।
'চুড়ি চা-ই চুড়ি চাই' সে হাঁকে,
চিনের পুতুল ঝুড়িতে তার থাকে,
যায় সে চলে যে পথে তার খুশি,
যখন খুশি খায় সে বাড়ি গিয়ে।
দশটা বাজে, সাড়ে দশটা বাজে,
নাইকো তাড়া হয় বা পাছে দেরি।
ইচ্ছে করে সেলেট ফেলে দিয়ে
অমনি করে বেড়াই নিয়ে ফেরি।
আমি যখন হাতে মেখে কালি
ঘরে ফিরি, সাড়ে চারটে বাজে
কোদাল নিয়ে মাটি কোপায় মালি
বাবুদের ওই ফুল-বাগানের মাঝে।
কেউ তো তারে মানা নাহি করে
কোদাল পাছে পড়ে পায়ের 'পরে।
গায়ে মাথায় লাগছে কত ধুলো,
কেউ তো এসে বকে না তার কাজে।
মা তারে তো পরায় না সাফ জামা,
ধুয়ে দিতে চায় না ধুলোবালি।

ইচ্ছে করে আমি হতেম যদি
বাবুদের ওই ফুল বাগানের মালি
একটু বেশি রাত না হতে হতে
মা আমারে ঘুম পাড়াতে চায়
জানলা দিয়ে দেখি চেয়ে পথে
পাগড়ি 'পড়ে পাহারাওলা যায়
আঁধার গলি, লোক বেশি না চলে,
গ্যাসের আলো মিট্‌মিটিয়ে জ্বলে,
লণ্ঠনটি ঝুলিয়ে নিয়ে হাতে
দাঁড়িয়ে থাকে বাড়ির দরজায়
রাত হয়ে যায় দশটা এগারোটা
কেউ তো কিছু বলে না তায়
ইচ্ছে করে পাহারাওয়ালা হয়ে
গলির ধারে আপন মনে

শব্দের অর্থ

পাঠশালা	-	প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষার স্থান।
গলি	-	খুব সরু রাস্তা বা পথ।
ফেরিওয়ালা	-	পথে পথে ঘুরে যে বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করে।
চিনের পুতুল	-	চিনা মাটি দিয়ে তৈরি পুতুল।
সেলেট	-	'শ্লেট'-এর নরম রূপ। লেখার জন্য কালো পাথর দিয়ে তৈরি ফলক।
কোদাল	-	লোহা দিয়ে তৈরি মাটি কোপানোর যন্ত্র।
মালি	-	যে বাগান পরিচর্যার কাজ করে।
সাফ	-	পরিষ্কার।
পাহারাওলা	-	রাতে পাহারা দেয় যে।
আঁধার	-	অন্ধকার।
গ্যাসের আলো	-	যে আলো গ্যাসের সাহায্যে জ্বালানো হয়।
লণ্ঠন	-	হ্যারিকেন।

নিজে করো

❖ নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১। সঠিক উত্তরটির পাশে টিকচিহ্ন (✓) বসাও :

(ক) ফেরিওয়ালা ফেরি নিয়ে যায় — সকাল আটটায় ☐ রাত দশটায় ☐ বেলা দশটায় ☐

(খ) 'চুড়ি চা-ই চুড়ি চা-ই' হাঁকে — পাহারাওয়ালা ☐ ফেরিওয়ালা ☐ দইওয়ালা ☐

(গ) মালি মাটি কোপায় — শাবল দিয়ে ☐ কুড়ুল দিয়ে ☐ কোদাল দিয়ে ☐

(ঘ) পাহারাওয়ালার মাথায় থাকে — টুপি ☐ পাগড়ি ☐ ছাতা ☐

(ঙ) কে 'সেলেট ফেলে দিয়ে' ফেরি করে বেড়াতে চান? — পাহারাওয়ালা ☐ চৌকিদার ☐ কবি ☐

২। সঠিক শব্দ বসিয়ে নীচের শূন্যস্থানগুলি পূরণ করো :

(ক) ..... পুতুল ঝুড়িতে তার থাকে।

(খ) কেউ তো এসে ..... না তার কাজে।

(গ) ..... গলি, লোক বেশি না চলে।

(ঘ) গলির ধারে আপন মনে .....।

(ঙ) গ্যাসের আলো ..... জ্বলে।

❖ **অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন**

(ক) 'বিচিত্র সাধ' কবিতাটির কবির নাম কী?

(খ) রাত দশটা-এগারোটা হয়ে গেলেও কাকে কেউ কিছু বলে না?

(গ) মালি কী করে?

(ঘ) কার মা 'সাফ জামা' পরায় না বলে অভিযোগ করেছেন কবি?

(ঙ) গ্যাসের আলো কীভাবে জ্বলে?

❖ **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন**

(ক) 'লোক বেশি না চলে'। — কোন্ কবির, কোন্ কবিতার অংশ? কেন বেশি লোক চলে না?

(খ) 'হাতে কালি' মেখে কে, কোথা থেকে, কখন বাড়ি ফেরে?

(গ) কী ফেলে দিয়ে, কী নিয়ে কবির বেড়াতে ইচ্ছে করে?

(ঘ) 'গ্যাসের আলো' কী?

(ঙ) কে লণ্ঠন হাতে, কোথায় দাঁড়িয়ে থাকে?

❖ **রচনাধর্মী প্রশ্ন**

(ক) কবিতাটির নাম 'বিচিত্র সাধ' হওয়ার কারণ কী?

(খ) কবি কী কী হতে চেয়েছেন?

❖ **ব্যাকরণগত প্রশ্ন**

১। **নীচের শব্দগুলি দিয়ে বাক্য গঠন করো :** সাধ, ধুলো, মালি, ঘুম, গ্যাসের আলো, পাহারাওয়ালা।

২। **বিপরীত শব্দ লেখো :** খুশি, সাফ, ইচ্ছে, রাত, আঁধার, জাগি।

৩। **সমার্থক শব্দ লেখো :** গলি, মালি, সাফ, লণ্ঠন, সাধ।

৪। **পদ পরিবর্তন করো :** বিচিত্র, সাধ, চিনা, মাটি, ফুল, ধুলো।

৫। **এককথায় প্রকাশ করো :**

ফেরি করে যে, প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষার স্থান, পাহারা দেয় যে, চিনামাটি দিয়ে তৈরি পুতুল, বাগান পরিচয়ার কাজ করে যে।